Global Alliance for
Disaster Risk Reduction & Resilience
in the Education Sector

গবেষণা ও তার বাস্তবিক প্রয়োগের সংক্ষিপ্তসার

Jacqueline Hayden[1] and Marla Petal[2]

[1]Macquarie University, Sydney, Australia
[2]Save the Children

গবেষণা ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারাবাহিক সংখ্যা

গবেষণা পত্রের এই প্রকাশিত সংখ্যাগুলি শিশুকেন্দ্রিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কম করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং স্কুল নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহের কাজ করে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত সারটি শৈশবকালের ও যে কোন দুর্যোগের ঝুঁকি কম করা নিয়ে গবেষণার মূল বিষয়গুলোকে তুলে ধরে।

সম্পূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের লিঙ্কটি দেখুন —

www.gadrrres.net/resources

C&A Foundation

Save the Children

RISK FRONTIERS

C&A

প্রাক্ শৈশব পর্যায় এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কম করা [Early Childhood and Disaster Risk Reduction]

প্রাক্ শৈশব পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কম করা মূলতঃ অল্পবয়সী শিশু ও যারা দুর্যোগের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তাদের ঝুঁকি যে কোনো আঘাত, অপুষ্টি, অসুখ ও প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। বিশেষ করে আট বছরের নীচে শিশুরা বেশী দুর্বল কারণ যে কোনো বিপদ, মানসিক বা শারীরিক আঘাত তাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশকে প্রভাবিত করে, সারা জীবনের জন্য তাদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয় (ইউনিসেফ ২০১১, ২০১৭)। ছোট শিশুরা যাদের সবেমাত্র মায়ের দুধ ছাড়া অন্যান্য খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করা হয়েছে, যারা নিম্ন আর্থসামাজিক শ্রেণীভুক্ত তাদের সবচেয়ে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশী। কারণ তারা বিপর্যয়ের ফলে যে কোন ধরণের অবহেলা, অত্যাচার এবং মৃত্যুর স্বীকার হয়। তাইজন্য, সেসব শিশুরা তাদের প্রাক্শৈশব পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য (জাতীয়/আঞ্চলিক/গোষ্ঠীগত এবং পারিবারিক স্তরে) বেশী যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

প্রাক্শৈশব পর্যায় তিন ধরনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা মনে রাখা খুব জরুরী যে প্রতিটি পর্যায় প্রসঙ্গ অনুযায়ী, বৃদ্ধি অনুযায়ী এবং শিশুর ভাষার ওপর নির্ভর করে এবং তা প্রাক্ শৈশব পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত, তা হল—

- জন্ম থেকে সদ্যহাঁটতে শেখা শিশু (আনুমানিক ২ বছর বয়স অব্দি) প্রাক্শৈশব এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য যারা শিশুদের খেয়াল রাখেন তাদের সাথে তথ্যের আদানপ্রদান করা এবং যে পরিবেশে শিশুরা সময় কাটায় তা যেন নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করা।
- স্কুলে যাবার আগের বয়সী শিশুরা (আনুমানিক ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী) প্রাক্শৈশব বয়সের জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে ব্যবস্থাপনা যেন নিরাপদ হয় আর শ্রেণীকক্ষে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যা দুর্যোগের ঝুঁকির মতো সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।
- স্কুলের প্রথম কয়েক বছরে পড়া শিশুরা— (আনুমানিক ৬-৮ বছর বয়সী) ঃ সার্বিক স্কুল নিরাপত্তা জনিত বিষয়টির মধ্যে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য নানা ধরনের কর্মসূচী ও সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এর মধ্যে নিরাপদ স্কুল সংক্রান্ত ব্যবস্থা, স্কুল বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি কমানো, বিপর্যয় প্রতিরোধমূলক শিক্ষা।

প্রাক্শৈশব পর্যায়ে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক, এলাকাতে, শ্রেণীকক্ষ এবং বাড়িতে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা উচিতঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়েঃ বেশীরভাগ দেশ প্রাক্শৈশব যত্ন ও শিক্ষার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা অথবা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা তৈরী করেছে। এগুলো প্রাক্শৈশব স্তরের শিশুদের জন্য ভালো ভিত তৈরী করে। জাতীয় নীতি ও পদ্ধতি গুলি গুণমান সম্পন্ন প্রাক্শৈশব শিক্ষাকে সমর্থন করে যা এই বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

- গোষ্ঠী বা এলাকা স্তরে — এই পর্যায়ে যেসব কাজ করতে হবে, সেগুলি হল - ১) এলাকাতে ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা গুলোকে চিহ্নিত করা তার মূল্যায়ণ করা ২) আশেপাশের পরিবেশে বিপদের ঝুঁকি কমানো যেমন- ছোট শিশুদের থাকার জায়গা এবং এলাকায় নির্দিষ্ট আশ্রয়ের জায়গা ৩) এলাকাতে বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনায় প্রাক্শৈশব স্তরের শিশুদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া।
- শ্রেণীকক্ষ স্তরে— যারা প্রাকশৈশব বয়সের শিশুদের পড়ান ও তাদের নিয়ে কাজ করেন তারা এই বয়সের শিশুদের বিপর্যয়ের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে অল্প বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণ করাতে পারেন। শিক্ষক বা শিক্ষিকারা বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে দুর্যোগের ঝুঁকি বিষয়ে শিশুদের সচেতনতা তৈরী করতে পারেন। স্কুলের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও এলাকাভিত্তিক কাজকর্মের মাধ্যমে শিশুদের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে বিশেষ করে তাদের কাছে যারা কোনো প্রথাগত ব্যবস্থার আওতাভুক্ত নয়।

- বাড়ির ক্ষেত্রে — অল্পবয়সী শিশুরা ও তাদের পরিবার নিজেদের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান করতে পারে, তারা বাড়িতে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর প্রস্তুতি হিসেবে বাড়ি থেকে বেরোনোর পরিকল্পনা, পরিবারের মধ্যে আপৎকালীন সময়ে একত্রিত হবার জায়গা ঠিক করা এবং পরিবারে আপৎকালীন একটি কিট বানিয়ে রাখা ও তাকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারে।

বাস্তব প্রয়োগ

যারা এই নিয়ে কাজ করেন তাদের প্রাক্‌শৈশব পর্যায়ের শিশুদের বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য তৈরী পরিকল্পনাতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলো থাকা উচিত—

১. নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা, ঝুঁকি কমানো এবং প্রস্তুতির প্রতি পর্যায়ে অল্পবয়সী শিশুদের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া—

জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিপদের সম্ভাবনা এবং অল্পবয়সী শিশুদের চাহিদাগুলোকে নিয়ে সচেতনতা তৈরী করা। এলাকাস্তরে বর্তমান ক্ষমতা এবং পরিষেবার খামতি নিয়ে অনুসন্ধান করা, অল্পবয়সী শিশু ও তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তামূলক ব্যবস্থাগুলোকে বাড়ানো। বিশেষ করে স্থানীয় ভাবে বিপর্যয়ের মোকাবিলার পরিকল্পনা শহর / টাউন স্তরে যারা পরিকল্পনা করেন তাদের শিক্ষাদপ্তর, এলাকার সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে সচেতনভাবে জায়গা নির্বাচন বা ছোট শিশুদের পরিষেবামূলক জায়গাগুলো যাতে সুগম হয়, তার নকশা সেভাবে তৈরী করা। ছোট শিশু ও তাদের পরিবার গুলি যেন যথাযথভাবে নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা। বিভিন্ন মাধ্যম ও খবর পৌঁছানোর পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছানো যাতে যাদের কাছে ছোট শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছায় না তারাও এই বিষয়ে সচেতন হন।

শ্রেণীকক্ষে ছোট শিশুদের বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর নানা কাজকর্মে অংশগ্রহণ এই বিষয়ে জানা ও তথ্য আদান প্রদানকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

প্রাকশৈশব পর্যায়ে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর সংক্রান্ত কাজকর্মগুলি শিশু ও তাদের যারা দেখাশুনা করেন তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর বিষয়টি বইপত্র, বিভিন্ন ধরণের খেলা, গান এবং অন্যান্য পড়ানোর পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এমন ধরণের আসবাব পত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা উচিত যা দুর্যোগের সময় সহজে সরানো যায় এবং ছোট শিশুদের খুব সহজে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রশাসক, স্বাস্থকর্মী এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্করা যারা শিশুদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে দুর্যোগের আগে সময় ও পরে কি করা উচিত সেই নিয়ে সচেতনতা তৈরী করা উচিত।

২. ছোট শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা—

শিশুদের অনেক ছোট বয়স থেকেই ঝুঁকি কমানোর কাজে অংশগ্রহণ করার মত দক্ষতা আছে (পিক ২০০৮) ছোট শিশুদের ও তাদের যারা খেয়াল রাখেন তাদের কাছে যখন তথ্য থাকে বা তারা যখন সহজেই প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার করতে পারেন এবং ঝুঁকি কমানো, প্রস্তুতি ও তার মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তখন বিপর্যয় জনিত দুর্বলতা কমে যায় ও প্রতিরোধ দৃঢ় হয়।

৩. প্রাক্‌শৈশব শিশুদের-জন্য বিপর্যয় মোকাবিলাকে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে মেলানো

প্রাক্‌শৈশব শিশুদের বিপর্যয় মোকাবিলায় স্থানীয় নেটওয়ার্ক, অংশীদার ও উপদেষ্টাদের সাথে কাজ করা, তাদের পরামর্শ নেওয়া এলাকার মানুষের চাহিদা পূরণ করতে এলাকার সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৌশল অবলম্বন করা উচিত। এই কাজটি আরও সহজভাবে করার জন্য এলাকার লোকেদের চিহ্নিত করে একটি উপদেষ্টা মন্ডলী এবং কমিটি বানানো উচিত যাতে তারা কার্যকরী কৌশল তৈরী করতে পারেন (হেইডেন এবং কলোগন ২০১১) যারা এই নিয়ে কাজ করেন ও উপদেষ্টা তারা স্থানীয় সম্পদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ স্থানীয় পরিবার ও শিশুদের নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারেন (হেইডেন এবং কলোগন ২০১১)

আরো তথ্যের জন্য

এই গবেষণার সংক্ষিপ্তসার সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে শিশু কেন্দ্রিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো এবং সার্বিক স্কুল নিরাপত্তার গ্রন্থপঞ্জী জানতে দেখুন

https://www.zotero.org/groups/1857446/ccrr__css

এই সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে 'শৈশবের পূর্বে' শব্দ ব্যবহার করে খুঁজুন।

যে বইগুলি পড়তে পারেন

American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education 2011, *Caring for Our Children - National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Early Care and Education Programs*, 3rd edn.

FEMA 2013. IS-36: Multihazard Planning for Childcare http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/courseOverview.aspx?code=is-36.

GADRRRES 2015, Comprehensive School Safety Framework

IFRC & Save the Children 2018, *Public Awareness and Public Education: Key Messages*, 2nd edn.

Riopelle, D. et al. 2004, *Head Start Disaster Preparedness Workbook*, UCLA Center for Public Health and Disasters, Los Angeles.